সংবাদ

তারিখ : JUL 03 2006
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষায় সঙ্কট কাটছে না

হাসান মোল্লা

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট লেগেই আছে। অথচ প্রতিবছর বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সঙ্কটের কারণে প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষা তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ উন্নত দেশগুলোতে মধ্যস্তরের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির হার প্রায় ৬০ শতাংশ; কিন্তু বাংলাদেশে কারিগরি দক্ষ জনশক্তির হার মাত্র ২-৩ শতাংশ।

কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্কটের কারণে দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না।

শিক্ষক স্বল্পতা, মানসম্পন্ন পাঠ্য পুস্তকের অভাব, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা, ব্যবহারিক শিক্ষার যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাসামগ্রীর অভাব এবং শিল্পকারখানায় শিক্ষার্থীদের বাস্তব প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকায় প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট তৈরি হয়েছে। বাজেট বাড়লেও ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট নিরসনে কেউ ভাবে না।

সঙ্কট নিরসনে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ নেই। আর শিক্ষার্থীদেরও অভিযোগের শেষ নেই। ২০০৪-০৫ সালের সিজিপিএ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে- সাধারণ শিক্ষার চেয়ে তারা অনেকটা অবহেলিত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে মধ্যস্তরের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার পরও যেসব শিক্ষার্থী ভাল ফল করেছে তাদের জাতীয়ভাবে সংবর্ধিত করার উদ্যোগ নেয়নি সরকার। এ জন্য সিজিপিএপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য আগামীতে সিজিপিএ শিক্ষার্থীদের জাতীয়ভাবে সংবর্ধিত করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

জানা গেছে সারাদেশে ৬৮টি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সবগুলোতে চলছে ভয়াবহ শিক্ষক সঙ্কট। অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সব বিভাগের শিক্ষক পদের সিংহভাগই শূন্য। আইডিইবির নির্বাহী সাধারণ সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম 'সংবাদ'কে জানান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে ৪০ শতাংশ শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। সম্প্রতি ১১০ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ১২৮ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এরপরও প্রয়োজনের তুলনায় এ নিয়োগ খুবই সামান্য। তিনি আরও জানান, ২০০১ সালে প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম তিন বছর থেকে ৪ বছর উন্নীত করার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল; কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধান আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিশ্ব শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর জন্য প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। এ জন্য পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে বিরাজমান সমস্যা এবং সঙ্কট নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

> আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের নতুন যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাসামগ্রীর সঙ্গে এদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি নেই বললেই চলে। পুরনো আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে কারিগরি শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয় পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের ৬০ শতাংশ ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশাল ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

এত কমসংখ্যক শিক্ষক নিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী। এছাড়া এ খাতে বাজেট বাড়াতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

ডিপ্লোমা শিক্ষার পাঠ্য পুস্তকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রকৌশল বিষয়ে বাংলা ভাষায় মানসম্পন্ন টেকস্ট বইয়ের অভাব থাকায় তাত্ত্বিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা ইংরেজি বই পড়ে না বা অনেক ক্ষেত্রে ভালভাবে বোঝে না।

২০০১ সালে প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম তিন বছর থেকে ৪ বছরে উন্নীত করা হয়। ফলে শিক্ষার ব্যাপকতা বাড়ার পাশাপাশি নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিন্তু সে হিসেবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বের নতুন যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাসামগ্রীর সঙ্গে এদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিতি নেই বললেই চলে। পুরনো আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে কারিগরি শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয় পরিচালিত হচ্ছে। এ জন্য প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের ৬০ শতাংশ ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশাল ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সিজিপিএ প্রাপ্ত মহিলা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রী তাহমিনা আক্তার জানায়, তাদের একটিও ব্যবহারিক ক্লাস করানো হয়নি। একটি ব্যবহারিক ক্লাস না করে প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে ভাল ফল করলেও কর্মজীবনে ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা না থাকায় দক্ষ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হবে বলে মনে করে শিক্ষার্থীরা।

প্রকৌশল ডিপ্লোমা শিক্ষাক্ষেত্রে ৬ মাস মেয়াদি শিল্পকারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য উপযুক্ত শিল্পকারখানার অভাব রয়েছে। এছাড়া শিল্পকারখানাগুলোতে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে।